পানি কচুর উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

 পলি দোআঁশ ও এটেল মাটি পানি কচু চাষের উপযোগী

রোপণের সময়

 আগাম ফসলের জন্য কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর)। নাবী ফসলের জন্য মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে লাগানো যায়। দক্ষিণাঞ্চলে বৎসরের যে কোন সময় লাগোনো যায়।

রোপণ পদ্ধতি

 কচু চাষের বেলায় বীজের হার প্রতি হেক্টর ৩৭-৩৮ হাজার লতা।

বীজ রোপণের দূরত্ব

 উন্নত জাতের কচুর জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| গোবর | ১৫-২০ কেজি |
| ইউরিয়া | ১৪০-১৬০ কেজি |
| টিএসপি | ১২০-১৩০ কেজি |
| এমপি | ১৬০-১৯০ কেজি |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, টিএসপি এবং এমপি চারা রোপনের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার ২-৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রথম কিস্তি রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অমত্মর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

 পানি কচুর গোড়ায় দাড়ানো পানি রাখতে হবে এবং দাড়ানো পানি মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিতে হবে। লতিরাজ জাতের জন্য দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি হওয়া দরকার।

কচুর পাতার মড়ক রোগ দমন

 পাতার উপর বেগুনি হতে বাদামি রংয়ের গোলাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এ সমস্ত দাগ আকারে বেড়ে একত্রিত হয়ে যায় এবং পাতা ঝলসে যায়। পরে তা কচু ও কন্দে বিসত্মার লাভ করে । উচ্চ তাপমাত্র, আর্দ্র আবহাওয়া ও পর পর ৩-৪ দিন বৃষ্টি থাকলে এ রোগের মাত্রা খুব বেড়ে যায়।

প্রতিকার

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিল এম জেড-৭২ ডবিস্নউ অথবা ডাইথেন-৪৫ ১৫ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগ করার আগে ট্রিকস মিশিয়ে নিতে হবে।